অধ্যায় ৬ ঃ পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা
Pourashava Governance

৬.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী
Resposibilities and Activities of Pourashava

বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

ধারা-৫০ ঃ

(ক) পৌরসভার দায়িত্ব ঃ

১. স্ব-স্ব এলাকাভুক্ত নাগরিকগণের এ আইন ও অন্যান্য আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা প্রদান করা ;

২. পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৩. পৌর এলাকায় নাগরিকগণের পৌরসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা ; এবং

৪. নাগরিক নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(খ) পৌরসভার মুখ্য কার্যাবলী ঃ

১. আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ ;

২. পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ;

৩. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ;

৪. অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ;

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাস্তা, ফুটপাথ, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং মালামালের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ ;

৬. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এ প্রদত্ত কার্যাবলী ;

৭. পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনী, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাস স্ট্যান্ড বা বাস স্টপ এর ব্যবস্থা করা ;

৮. নাগরিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

৯. বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা ;

১০. শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

(গ) সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী

(১) ধারা-৫১ ঃ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলী ঃ

এ আইনে প্রদত্ত কার্যাবলী ব্যতীত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিবহন, অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নিরাপত্তা এবং পৌর এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইত্যাদি যে কোন দায়িত্ব ও কার্য পৌরসভা সম্পাদন করবে।

(২) ধারা-৫২ ঃ পৌরসভার বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ

পৌরসভা প্রত্যেক বছর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে পৌরসভার কার্যক্রমের প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তা প্রকাশ করবে।

(৩) ধারা-৫৩ ঃ নাগরিক সনদ প্রকাশ ঃ

এ আইনের আওতায় গঠিত প্রতিটি পৌরসভা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রকারের নাগরিক সেবা প্রদানের বিবরণ, সেবা প্রদানের শর্তসমূহ এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার বিবরণ প্রকাশ করবে যা "নাগরিক সনদ" (Citizen Charter) বলে অভিহিত হবে।

(৪) ধারা-৫৪ ঃ উন্নত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুশাসন ঃ

প্রত্যেক পৌরসভা সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে। পৌরসভা নাগরিক সনদে বর্ণিত আধুনিক সেবা সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারিভাবে প্রদত্ত সকল সেবার বিবরণ উন্নততর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিকদের জ্ঞাত করার ব্যবস্থা করবে।

(৫) ধারা-৫৫ ঃ পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন ঃ

পৌরসভা গঠিত হওয়ার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বছর মেয়াদ নির্ধারণ করে বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করবে, যথা ঃ

১. সংস্থাপন ও অর্থ;
২. কর নিরূপণ ও আদায়;
৩. হিসাব ও নিরীক্ষা;
৪. নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
৫. আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
৬. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;
৭. মহিলা ও শিশু;
৮. মৎস্য ও পশু সম্পদ;
৯. তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
১০. বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

উল্লিখিত স্থায়ী কমিটি ব্যতীত প্রতি পৌরসভা প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে এবং বিশেষ করে বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বাজার ব্যবস্থাপনা, নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন, আবর্জনা অপসারণ ও হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাবে।

(৬) **ধারা-৫৬ ঃ স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী ঃ**

স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে, তবে উপ-আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সাধারণ সভায় স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ করা যাবে। স্থায়ী কমিটির সুপারিশ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচিত হবে এবং কোন সুপারিশ পৌর পরিষদে গৃহীত না হলে তার যথার্থতা ও কারণ লিখিতভাবে স্থায়ী কমিটিকে জানাতে হবে। স্থায়ী কমিটির সকল কার্যধারা পরিষদের সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে।

(৭) **ধারা-৫৭ ঃ সভায় নাগরিকগণের উপস্থিতি ঃ**

কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোন নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা এর স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোন কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দিতে পারবে এবং

কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ করে যথাযথ হলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করতে পারবে।

(৮) **ধারা-৫৯ ঃ পৌর এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন ঃ**

পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ অন্যান্য বিষয়ে সমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক কমিটি গঠিত হবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(৯) **ধারা-৬১ ঃ নথিপত্র, প্রতিবেদন, ইত্যাদি সংরক্ষণ ঃ**

- পৌরসভার কার্যাবলীর সমুদয় নথিপত্র নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবে;
- মেয়াদী প্রতিবেদন এবং বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে;
- পৌরসভার কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার সময় সময় যেরূপ নির্ধারণ করবে সেরূপ তথ্যাবলী প্রকাশ করবে।

৬.২ পৌর সেবা সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠান

Others Institute/Organization Involve with Supply of Poura Facilities

পৌরসভা কার্যাবলী পরিচালনায় ও সেবা প্রদানে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রভাব/দায়িত্ব/সম্পৃক্ততা রয়েছে। এসবের মধ্যে কোন কোন সংস্থা পৌরসভার সাথে সমন্বিত/যৌথভাবে আবার কোন কোন সংস্থা/সংগঠন আলাদা পরিমন্ডলে থেকে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। এরূপ কতিপয় সংস্থা/সংগঠনের সংক্ষিপ্ত কার্যাবলী নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

ভৈরব এলজিইডি'র আওতায় পৌরসভার অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাস্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ করে থাকে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এলজিইডি পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পৌর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে।

বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (BMDF)

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে পৌরসভার অবকাঠামোর উপর যে বাড়তি চাপ পড়ছে তা মোকাবেলায় পৌরসভাকে পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের সহায়তা করার জন্য ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (BMDF) প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। ২০০২ সালে বিএমডিএফ কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ২০০৪ সাল হতে বিএমডিএফ সহায়তা ও সহযোগিতা করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রকল্প প্রাপ্তির বিষয়ে অত্র পৌরসভার পৌর পরিষদ বিএমডিএফ এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE)

ভৈরব পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পৌরসভাই পরিচালনা করে থাকে। তবে এর মূখ্য অংশগুলি অর্থাৎ তিনটি পাম্প স্টেশন, পাইপ লাইন ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত। এছাড়াও মাঝারী শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্পের মাধ্যমে ভৈরব পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কার্যক্রম গ্রহন করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পৌরবাসীর নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা অনেকাংশে সহজ হবে।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (T&T)

নাগরিক জীবনে যোগাযোগের অপরিহার্য একটি সেবা টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর ব্যবস্থাপনার জন্য টিএন্ডটি বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত। ভৈরব পৌর এলাকায় টিএন্ডটি'র কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং এ সংস্থা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পৌর কর্তৃপক্ষের একাজে তেমন কোন ভূমিকা থাকে না।

জেলা পরিষদ

কিশোরগঞ্জ পৌর এলাকায় জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি ডাকবাংলো আছে। যেখানে ভৈরব দাপ্তরিক কাজে আগত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ায় রাত্রী যাপন করে তাদের কার্যাদি সম্পাদন করেন। তাছাড়াও জেলা পরিষদের অর্থায়নে পৌর এলাকার বহু মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে, তবে পৌর এলাকার বাইরে এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের উন্নয়নমূলক কাজ বেশি করে থাকে।

অন্যান্য

উপরে বর্ণিত বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/সংগঠন ছাড়া স্থান ও অবস্থা ভেদে শিক্ষা অফিস, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিস, যুব উন্নয়ন অফিস, মৎস্য অফিস, কৃষি কর্মকর্তার অফিস, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, উপজেলা প্রশাসন অফিস, প্রাণি সম্পদ অফিস, ভূমি রেজিস্ট্রার অফিস, খাদ্য অফিস ইত্যাদিসহ অনেক সরকারি/আধাসরকারি/বেসরকারি সংস্থা (NGOs) পৌরসভার জন্য এবং পৌর এলাকার নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৬.৩ পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Financial Management of Pourashava

বিধি-বিধান

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩ ও ৯৪ বিধান অনুযায়ী পৌরসভা তহবিল গঠিত ও পরিচালিত হয়। পৌরসভার ট্যাক্সেশন রুল (কর বিধান) ১৯৬০ এবং মডেল ট্যাক্স সিডিউল ২০০৩ পৌরসভা রাজস্ব নির্ধারনের নমুনা। পৌরসভার সাধারণ বিভাগের আওতায় হিসাব শাখা, এ্যাসেসমেন্ট শাখা ও কর আদায় শাখার সমন্বয়ে আর্থিক বিষয়ক রেকর্ডপত্র তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। অন্যান্য পৌরসভার মত ভৈরব পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সাধারণ প্রশাসন পৌর মেয়রের নেতৃত্বে পৌর-পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

কর নির্ধারণ ও পুণঃনির্ধারণ

১৯৫৮ সনে ভৈরব পৌরসভা স্থাপিত হওয়ার পর পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৯-১০ অনুযায়ী সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পূনঃনির্ধারন করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃনমূল পর্যায়ের জনগন ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি নিয়ে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী প্রতি ৫ বছর অন্তর পৌরকর পুণঃনির্ধারন করা হয়। তাছাড়াও নতুন ইমারত তৈরী/সম্প্রসারিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারন করা হয়।

হিসাব বই (Books of Accounts)

ভৈরব পৌরসভা নিম্নে বর্ণিত হিসাব বই বা Books of Accounts সংরক্ষণ করে।

টেবিল ৬.৩.১ ঃ ভৈরব পৌরসভার Books of Accounts

হিসাব বই রেজিস্টার /ডকুমেন্ট	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি
সাধারণ ক্যাশ বই	এ্যাকাউন্টেন্ট
ক্যাশিয়ারের ক্যাশ বই	এ্যাকাউন্টেন্ট
চেক ইস্যু রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
দৈনিক গ্রহণ/আদায় রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
মাসিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
ত্রৈমাসিক /সাম্মাষিক/বার্ষিক আয়-ব্যয় রেজিস্টার	এ্যাকাউন্টেন্ট
কর আদায় রেজিস্টার	কর আদায়কারী
ট্রেড লাইসেন্স রেজিস্টার	লাইসেন্স ক্লার্ক
দাবী রেজিস্টার	কর আদায়কারী
কর নির্ধারণরেজিস্টার	কর নির্ধারক
স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার	উচ্চমান সহকারী

বাজেট ও বাজেটের নিয়ন্ত্রণ

পৌর এলাকার বিভিন্ন তৃনমূল পর্যায়ের জনগন, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্য, WC ও TLCC সদস্যদের অংশগ্রহনে উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ভৈরব পৌরসভা প্রশাসন, প্রকৌশল ও স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য পৃথকভাবে আয় ব্যয় প্রদর্শন পূর্বক বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বাজেটে পরবর্তী বছরের প্রস্তাবিত আয়-ব্যয়, চলতি বছরের সংশোধিত আয়-ব্যয় এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশন করা হয়। পৌরসভার বাজেটেই ঐ পৌরসভার সত্যিকারের উন্নয়ন ও আয়-ব্যয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পৌরসভাকে মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বাজেট তৈরি করে পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মে মাসের মধ্যে স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে এবং অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। সাধারণত জুন মাসের মধ্যে পৌরসভা তাদের বাজেটের অনুমোদন পেয়ে থাকে। ভৈরব পৌরসভায় প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব থাকা সত্ত্বেও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেট প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

অডিট

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৯৪(৭) বিধান অনুযায়ী অত্র পৌরসভায় গঠিত নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি প্রতি বছর হিসাব নিরিক্ষা করে পৌর পরিষদের সাধারন সভায় উপস্থাপন করেন এবং উক্ত আইনের ৯৪(২) ধারা মোতাবেক প্রতি বছর সরকারি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ভৈরব পৌরসভার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। পৌরসভাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে হয়।

রিপোর্ট পেশ

বাজেট ছাড়া ভৈরব পৌরসভাকে বছরে একবার আয় ব্যয়ের হিসাব (Receipt and Payment Account) তৈরি করে স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠাতে হয়।

৬.৪ পৌর কর পরিশোধ
Payment of Pourashava Taxes

পৌরসভা কর বিধি ১৯৬০ এবং আদর্শ কর তফশীল ২০০৩ অনুযায়ী সাধারণ কর নির্ধারণ (General Assessment) করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর পর পর কর পূনঃনির্ধারন করা হয়, সে হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, তৃনমূল পর্যায়ের জনগন ও বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত ও সম্মতি নিয়ে অবকাঠামোর ধরন অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পৌরকর পুণঃনির্ধারন করা হয়েছে। তাছাড়াও নতুন ইমারত তৈরী/সম্প্রসারিত হলে তাৎক্ষনিকভাবে অন্তবর্তীকালীন কর নির্ধারন করা হয়। ভৈরব পৌরসভায় কম্পিউটার বিলিং সিস্টেম এবং ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহন করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৬.৫ অভিযোগ নিষ্পত্তি
Grievance Redresses

সকল ওয়ার্ডের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন থেকে জানা যায় যে, পৌরসভায় দাখিলকৃত আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি হয়ে থাকে। পৌরবাসী সরাসরি পৌরসভায় এসে অথবা টেলিফোন বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের আপত্তিসমূহ পৌরসভায় জানিয়ে থাকে।

৬.৬ পৌরসভা সংক্রান্ত তথ্য
Pourashava Related Information

পৌরসভার কার্যক্রমের তথ্য নাগরিকগণকে সাধারণত সরবরাহ করা হয়। বাজেট প্রণয়ন, টেন্ডার/ চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে পত্রিকার মাধ্যমে এবং নোটিশবোর্ডের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারে। এছাড়াও কিছু কিছু তথ্য নোটিশ বোর্ড, মাইকিং, স্যাটেলাইট টিভি এবং পত্রিকার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি স্ব স্ব এলাকার জনগনের সাথে মত বিনিময় কালে প্রকাশ করেন।

৬.৭ প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা ও পৌরসভার জনবল
Institutional Capacity and Human Resources of Pourashava

পৌরসভা পরিচালনার জন্য দু'টি প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এদের মধ্যে একটি ভৌত অবকাঠামো (Physical facilities) তথা পৌর ভবন এবং অপরটি পৌরসভার জনবল। একটি গাড়ি চালনার জন্য ইঞ্জিন যেমন অপরিহার্য তেমনি পৌরসভার সকল কাজ চালানোর জন্য জনবলও অপরিহার্য। ইঞ্জিনের কোন একটি অংশ (Parts) না থাকলে বা সঠিকভাবে কাজ না করলে যেমন ইঞ্জিন চলে না পৌরসভার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও দক্ষ জনবল না থাকলে পৌরসভা ভাল ভাবে চালানো যায় না। গাড়ির body বা কাঠামো না থাকলে শুধু ইঞ্জিন গাড়ি চালনার কাজে ব্যবহার করা যায় না। তেমনি পৌর ভবন না থাকলে কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না। কাজেই পৌরসভাকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য একটি অপরটির পরিপূরক। পৌরসভার সকল প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সরবরাহ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এ জন্য সরকার দেশের ৩২৯টি পৌরসভার জন্য শ্রেণি ভিত্তিক জনবল কাঠামো (Organogram) নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে হিসেবে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অনুমোদিত পদ ও তার বিপরীতে বর্তমানে পূরণকৃত পদ, শুন্য পদের সংখ্যা, দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীর সংখ্যা, মহিলাদের দ্বারা পুরণকৃত সংখ্যা নিম্নোক্ত ছকে দেওয়া হ'ল ঃ

টেবিল ৬.৭.১: ভৈরব পৌরসভার জনবলের চিত্র

ক্রঃ নং	বিভাগ/শাখা	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্যপদ (পদের নাম ও পদ সংখ্যা)	দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মরত কর্মচারী	মহিলাদের দ্বারা পুরণকৃত পদসংখ্যা	গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-কর্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
	প্রধান নির্বাহী কমকর্তা	০১	-	০১			
১	প্রশাসন বিভাগ						
	পৌর নির্বাহী অফিসার	০১	০১	-	-	-	
	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১	-			
	সাধারণ শাখা	১৫	০৮	০৭	-	০৪	
	হিসাব শাখা	০৫	০৫	-	-	-	
	এ্যাসেসমেন্ট (কর নির্ধারণ) শাখা	০৫	০৪	০১	-	-	
	কর আদায় শাখা	১২	০৯	০৩	-	-	
	পৌর বাজার শাখা	০৪	০২	০২	-	-	
	লাইসেন্স শাখা ঃ	০৪	০২	-	-	-	
	মোট	৪৮	৩৪	১৪		০৪	
২	প্রকৌশল বিভাগ						
	নির্বাহী প্রকৌশলী	০১	০১	-	-	-	
	সহকারী প্রকৌশলী	০১	০১	-	-	-	
	বিদ্যুৎ, পূর্ত ও যান্ত্রিক শাখা	৪৩	১৬	২৭	-	০১	
	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন শাখা	২০	০৮	১২	-	০২	
	মোট	৬৫	২৫	৩৯	-	০৩	
৩	স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ						
	স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	০১	-	০১	-	-	
	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা শাখা	২৩	১২	১৬	-	০৬	
	পরিচ্ছন্নতা শাখা	০৪	০৪	-	৮৫	-	
	মোট	২৮	১৬	১৭	৮৫	০৬	
	সর্ব মোট	১৩৬	৭৫	৬১	৮৫	১৩	

উপর্যুক্ত ছকে দৃশ্যমান পৌরসভার জনবলের বিবরণ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যেখানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৩৬টি সেখানে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ৭৫ জন। এর মধ্যে প্রশাসন বিভাগের ৪৮টি পদের বিপরীতে ৩৪ জন, প্রকৌশল বিভাগে ৬৫টি পদের বিপরীতে ২৫ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে ২৮টি পদের বিপরীতে ১৬ জন কর্মচানী আছে। ১৩.০৭ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ভৈরব পৌরসভার প্রয়োজনীয় জনবলের তুলনায় বিদ্যমান জনবল সন্তোষজনক নয়। তবুও এই সংখ্যক জনবল দিয়েই সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে ১,৩৪,৪৩২ পৌরবাসীকে সেবা প্রদান করে আসছে।

৬.৮ পৌর সেবা সরবরাহ বিষয়ক নাগরিকদের ধারনা/উপলব্ধি
People's Perception about Service Delivery of Pourashava

সেবা গ্রহণ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পৌরসভা সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জনগনের ন্যূনতম চাহিদার আলোকে সেবা প্রদান করে থাকে।

সেবা প্রাপ্তির জন্য পৌরসভার সাথে যোগাযোগ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক ওয়ার্ড হতে পৌরসভা কার্যালয়ের দূরত্ব বেশী হওয়ায় জনগণ তাদের সেবা নিতে আর্থিক ও সময়ের অপচয় হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের জন্য অফিস স্থাপন করলে জনগণ তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ড থেকেই সকল সেবা গ্রহন করতে পারবে ফলে আর্থিক ও সময়ের অপচয় রোধ হবে। তাছাড়াও জনগণ তাদের পৌরকর সহজেই প্রদান করতে পারবে।

পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যাপারে নাগরিকদের অভিমত ও সন্তুষ্টি

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীগণ নাগরিক সেবা প্রদানে সর্বদা তৎপর। স্টেকহোল্ডারদের মতে, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শুন্য পদে জনবল নিয়োগ করতে পারলে তাদের কাছ থেকে আরো দ্রুত সেবা পাওয়া সম্ভব।

কাজ সম্পাদনের জন্য উৎকোচ/অতিরিক্ত অর্থ প্রদান

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পৌরসভায় রক্ষিত সিটিজেন চার্টারে লিপিবদ্ধ নির্ধারিত ফি প্রদান করে পৌরবাসী সেবা গ্রহন করে থাকে। এখানে কাজ সম্পাদনের জন্য উৎকোচ/অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় না।

পৌর সেবা সরবরাহ সম্পর্কে নাগরিকদের সন্তুষ্টির মাত্রা

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্টেকহোল্ডারগণের মতে নগর ভৌত অবকাঠামো খাতে গ্রোথ সেন্টার, বাস/ট্রাক টার্মিনাল,শিল্প পার্ক, শিশু পার্ক, নিরাপদ পানি, সড়ক, ড্রেন, সড়কবাতি, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটাতে হবে। আর্থসামাজিক খাতে, পোভার্টি/ দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ ভারসাম্য, স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা, নিরাপত্তা/ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা সেবা, আবাসন সুবিধা, দৈনন্দিন জীবিকা, বিনোদন ব্যবস্থার দিকে বেশী নজর দিতে হবে। পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন সেবা প্রদানের অবাধ সুযোগ, বিরোধ নিষ্পত্তি, আইন শৃঙ্খলা, আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা এবং জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হবে। কাজেই এ সকল সেবার সুযোগ কিভাবে বাড়ানো যায় পিডিপিতে তার প্রতিফলন থাকা আবশ্যক।

৬.৯ পৌরসভার পরিচালন বিষয়ে নাগরিকদের অংশগ্রহণ

Peoples Participation in Pourashava Governance

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ এর ৫৯ ধারা মোতাবেক পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য কাজে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে এবং পৌরসভা পর্যায়ে কমিটি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে। পৌরসভা আইনের উক্ত বিধান অনুসরণেই জনগণ/স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটি (WC) এবং পৌরসভা পর্যায়ে নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) গঠন করা হয়েছে। ভৈরব পৌরসভার সার্বিক পরিচালন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় মর্মে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং ওয়ার্ড ভিশনিং অনুশীলন থেকে ধারণা পাওয়া যায়।

উন্নত সেবার জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে আগ্রহ

Willingness to pay additional charges for improved service

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ও ওয়ার্ড ভিশনিং এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উন্নত সেবা প্রদানের জন্য জনগন অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে আগ্রহী। খাতগুলি যথাক্রমে বাস/ট্রাক টার্মিনাল, শিল্প পার্ক, শিশু পার্ক, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়কবাতি, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রাস্তার ব্যবস্থা ও ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধ উল্লেখযোগ্য। তবে হত দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের ক্ষমতা নাই বলে জানিয়েছে।